যোহনের বিশ্বস্ততা

(Faithfulness of John)

লূক লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায় ১৫-২২ পদ

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা যীশুর অগ্রদূত যোহনের বিষয় শিখছি। বিশেষ করে গত সপ্তাহে আমরা যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার সম্বন্ধে শিখেছি (৩:৭-১৪ পদ)। পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্তনের যে বাপ্তিস্ম যোহন প্রচার করছিলেন, তার জন্য প্রয়োজন ছিল সত্য অনুতাপ। যোহন তাঁর প্রচারে এই সত্য অনুতাপের কথাই সরাসরি স্পষ্ট ভাষায় লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন। এমন কড়া ভাষায় রুক্ষ মেজাজে যোহন যে প্রচার করেছিলেন, লূক কিন্তু তাকে সুসমাচার আখ্যা দিয়েছে, ১৮ পদে লূক লিখেছে, *"আরও অনেক উপদেশ দিয়ে যোহন লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন।"* সুসমাচার যদিও আক্ষরিক অর্থে ভালো খবর, কিন্তু সুসমাচারের বিষয়বস্তু কখনও সেই মন্দ খবরকে উপেক্ষা করতে পারে না যে, আমরা পাপী এবং আমাদের সেই পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের চরম ক্রোধ বর্তমান। মণ্ডলীর ইতিহাসে এবং বর্তমানে এমন অনেক প্রচারক আমাদের চোখে পড়ে, যাঁরা কেবল সেই সমস্ত কথা বলে থাকেন, যে সমস্ত কথা মানুষ শুনতে চায়। আর তাই, পাপ, ঈশ্বরের ক্রোধ অথবা নরক হল এমন সমস্ত বিষয়, যা তারা সযত্নে এড়িয়ে চলেন, কারণ লোকেরা তা শুনতে চায় না। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক তা করেননি, তিনি তাঁর সুসমাচারে একাধারে পাপ ও পাপের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের কথা, সেই পাপ থেকে ফেরার জন্য সত্য অনুতাপের কথা, এবং আগত মশীহে বিশ্বাসের কথা বলেছেন। এর দ্বারা যোহন ঈশ্বরের সত্য ভাববাদীর পরিচয় রেখেছেন, তাঁর প্রচারে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, যা খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের কাছে আদর্শ।

যোহন কিন্তু কেবল তাঁর প্রচারে নয়, কিন্তু তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছিলেন। লূকের বর্ণনা এবং অন্যান্য সুসমাচার থেকে আমরা যোহন সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য পাই, তা থেকে স্পষ্ট যে, যোহন তাঁর কথায় ও কাজে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। আজ যখন আমরা সেই বিশ্বস্ত যোহনের বিষয় শিখছি, তখন আসুন, যোহনের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বস্ততা কাকে বলে, তা উপলব্ধি করি ও নিজেরা বিশ্বস্ত হই। লূক ৩:১৫-২২ পদে লূক ৩টি বিষয় বা ঘটনার কথা লিখেছে, ক) নিজে খ্রীস্ট কি না, সে বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য, খ) হেরোদ রাজার কুকীর্তির বিষয় যোহনের ভর্ৎসনা, এবং গ) যোহনের দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্ম। এই ৩টি ঘটনার মধ্যেও যোহনের বিশ্বস্ততা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

ক। যোহনের সাক্ষ্য (১৫-১৭): ১৫ পদে বলা হয়েছে, *"আর লোকেরা যখন অপেক্ষায় ছিল, এবং যোহনের বিষয় সকলে মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই খ্রীস্ট . . .।"* লূক ১:৭৬-৭৯; ২:২৫, ২৬, ৩৮ পদে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার যে, সেই সময় মশীহ তথা খ্রীস্টের আগমনের জন্য সমস্ত ইহুদি প্রবল প্রতীক্ষায় ছিল। এই প্রতীক্ষা কেবল মুষ্টিমেয় কতিপয় ঈশ্বর-ভক্ত ইহুদিদের মধ্যে নয়, কিন্তু তাদের সান্নিধ্যে বসবাসকারী পরজাতীয়দের মধ্যেও বর্তমান ছিল। এমন পরিস্থিতিতে যোহন যখন যর্দনের উভয় পারের মানুষদের কাছে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব, তাঁর কঠোর আত্ম-ত্যাগ, মনপরিবর্তনের জন্য কড়া ভাষায় আহ্বান, তাঁকে জনমানষে আলোচনার প্রধান ইস্যুতে পরিণত করেছিল। ফলস্বরূপ, তারা এতদিন যে মশীহের আগমনের প্রতীক্ষা করেছে, যোহন সেই মশীহ কি না, এই প্রশ্ন করতে শুরু করে। এই চিন্তা বা প্রশ্ন তাদের এতখানি নাড়া দিয়েছিল যে, তারা যাজক ও লেবীয়দের একটি দলকে পর্যন্ত যোহনের কাছে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। তারা যোহনের কাছে এসে এমন প্রশ্ন করেছিল, *"আপনি কে? . . . আপনি কি এলিয়? . . . আপনি কি সেই ভাববাদী? . . . আপনার বিষয় আপনি কী বলেন?"* (যোহন ১:১৯-২৫)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের প্রশ্নের উত্তরে যোহন সত্য স্বীকার করেছেন, সত্যকে অস্বীকার করেননি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী আমাদের বিশ্বস্ততা আমাদের সত্যকথনে বা সত্যসাক্ষের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতা পরস্পরের সমান্তরাল। মিথার সঙ্গে আপোষ করে কখনও বিশ্বস্ত হওয়া যায় না। কারণ সামান্য মিথ্যাকে চাপা দিতে আমরা ক্রমশ বড়ো মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হই, যা আমাদের অবিশ্বস্ত করে তোলে।

সেই সময় খ্রীস্টের আগমনের জন্য লোকদের প্রতীক্ষার কথা যোহন ভালো করেই জানত। আর সেই সময় লোকেরা যখন তাঁকে খ্রীস্ট ভেবে ভুল করছিল, তখন যোহন কিন্তু তাদের সেই ভুল চিন্তার ফায়দা লুঠতে পারতেন, নিজেকে খ্রীস্ট বলতে পারতেন, কিংবা অস্পষ্ট উত্তর দিয়ে তাদেরকে ধোঁয়াসার মধ্যে রাখতে পারতেন। (পরস্পরের আত্মীয় হবার কারণে এবং যীশুর থেকে ৬ মাসের বড়ো হবার কারণে, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যোহনের এই কাজ অসম্ভব ছিল না)। কিন্তু যোহন তা করেননি, ***"তিনি স্বীকার করলেন, অস্বীকার করলেন না, তিনি স্বীকার করলেন যে, আমি সেই খ্রীস্ট নই"*** (যোহন ১:২০)। নিজের বিষয় এই সত্য সাক্ষ্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য, যোহন নিজের কাজের সঙ্গে আগত খ্রীস্টের কাজকে তুলনা করে বলেছিলেন, ***"আমি তোমাদের জলে বাপ্তাইজ করছি বটে, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিঁনি আমার থেকে শক্তিমান, যাঁর জুতোর ফিতে খুলবার যোগ্য আমি নই; তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তাইজ করবেন"*** (৩:১৬)। এই কথার দ্বারা যোহন স্পষ্ট ভাষায় যে কথা স্বীকার করেছেন, তা হল, যোহন যে প্রস্তুতির কাজ করছেন, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় হোক না কেন, আগত মশীহের কাজের তুলনায় তা কিছুই নয়। যোহন কেবল বাহ্যিক বাপ্তিস্মের সংস্কার পালন করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত আভ্যন্তরীন শূচিকরণ ও নবীকরণের কাজ কেবল আগত খ্রীস্টই করতে পারেন। কেবল খ্রীস্টই পারেন পবিত্র-আত্মা ও আগুনে আভ্যন্তরীণ প্রকৃত বাপ্তিস্ম দিতে। ধ্বংস করার বিষয় সকল আগুন যেমন শেষ করে ফেলে এবং তার দ্বারা শুচি ও পরিষ্কার করে থাকে, তেমনই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীস্ট পাপ এবং সেই পাপের দাসত্বকারী পাপীদের নিঃশেষ করবেন। এইভাবে, যারা পাপে তাদের অবস্থান ক্রমশ বজায় রাখবে, তারা বিনষ্ট হবে; কিন্তু যারা সততার সঙ্গে তাদের পাপ স্বীকার করবে এবং উদ্ধার পেতে খ্রীস্টের কাছে আসবে, তারা পাপ থেকে শূচিকৃত হবে এবং পাপের শাস্তি ও ক্ষমতা থেকে মুক্ত হবে।

নিজের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে খ্রীস্টের মহত্ব স্বীকার করে যোহন আরও বলেছেন, ***"তাঁর কুলা তাঁর হাতে আছে; তিনি নিজের খামার সুপরিষ্কৃত করবেন, গম নিজের গোলাতে সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন"*** (১৭ পদ)। এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, কেবল নিজের বিষয় সত্য সাক্ষ্য দেওয়া নয়, খ্রীস্টের বিষয়ও যোহন সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে। যে খ্রীস্ট আসতে চলেছেন, তিনি কেবল পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দেবেন না, কিন্তু কুলা দিয়ে গম ও তুষকে পৃথক করার ন্যায় তাঁর সন্তানদের যখন নিজের কাছে সংগ্রহ করবেন, তখন অনুতাপহীন পাপীদের নরকের আগুনে শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ খ্রীস্টের দ্বারা একাধারে পরিত্রাণ ও বিচার সাধিত হবার কথা বলেছেন।

অর্থাৎ, যারা তাঁকে খ্রীস্ট ভেবে ভুল বুঝেছিল, তাদের কাছে যোহন স্পষ্ট ভাষায় যে সত্য তুলে ধরলেন, তা হল, প্রকৃত পরিত্রাণ ও চূড়ান্ত বিচার সাধন করার ব্যক্তি তিনি নন, তিনি কেবল সেই খ্রীস্টের সামান্য পথ-প্রস্তুতকারী মাত্র। যোহন তাঁর কথায় যে কেবল এমন কাজ করেছেন, তা নয়, এরপর যখন খ্রীস্ট স্বয়ং তাঁর পার্থিব পরিচর্যা শুরু করেছেন, তখন যোহন তাঁর নিজের শিষ্যদের পর্যন্ত প্রকৃত খ্রীস্টকে চিনিয়ে দিয়েছেন, ***"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার নিয়ে যান"*** (যোহন ১:২৯)। কেবল তা-ই নয়, খ্রীস্টের পার্থিব পরিচর্যা দেখে আনন্দে এমন কথা বলেছে, ***"অতএব আমার আনন্দ পূর্ণ হল, ওঁনাকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে"*** (যোহন ৩:৩০)। যোহনের জীবন খ্রীস্টের প্রতি বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত নিদর্শন।

খ। হেরোদ রাজার কুকীর্তির প্রতিবাদ (১৯-২০

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পদ): যোহন তাঁর প্রচারে ও পরিচর্যায় ঈশ্বরের প্রতি কতখানি বিশ্বস্ত ছিলেন, তার একটি নিদর্শন আমরা লূকের লেখা সামান্য বিবরণ থেকে দেখতে পাই। আর তা হল, মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করতে গিয়ে যোহন হেরোদ রাজার কুকীর্তিকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেননি। ১৯ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু হেরোদ রাজা নিজের ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয় এবং নিজের সমস্ত দুষ্কর্মের বিষয় তাঁর (যোহনের) দ্বারা দোষীকৃত হলে . . .।"* লূক এখানে যে হেরোদের কথা লিখেছেন, তিনি হলেন গালীলী ও পেরেয়ার শাসনকর্তা হোরোদ আন্তিপাস, যিনি ৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, হেরোদ ফিলিপ ১ নামে হেরোদ আন্তিপাসের একজন সৎভাই ছিলেন, যিনি সাধারণ নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন করতেন (ইনি ৪ খ্রীপূ থেকে ৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইতুরিয়া ও ত্রাকোনিতিসের শাসনকর্তা হেরোদ ফিলিপ ২ থেকে পৃথক)। এখন হেরোদিয়া ছিলেন এই হেরোদ ফিলিপ ১-এর স্ত্রী। কিন্তু হেরোদ আন্তিপাস হেরোদিয়ার (সৎভাই-এর স্ত্রীর) সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের স্ত্রীকে দূর করে দিয়ে হেরোদিয়াকে বিয়ে করেন, এবং তাঁকে ও তাঁর কন্যা শালোমীকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

এই কথা যখন যোহন বাপ্তাইজক শুনতে পান, তখন তিনি এই কাজের জন্য হেরোদ আন্তিপাসকে ভর্ৎসনা করেন। যোহন বারে বারে রাজা হেরোদের এই কুকীর্তির সমালোচনা করেন। নিজের স্ত্রীকে দূর করে দিয়ে সৎভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা (যখন তাঁর সৎভাই বেঁচে আছে) হল অজাচারের পাপ (লেবীয় ১৮:১৬; ২০:২১), ব্যভিচারের কাজ (রোমীয় ৭:২-৩)। রাজা বলে যে পার পেয়ে যাবে, তা নয়। স্পষ্টবাদী বিশ্বস্ত যোহন রাজাকেও ছেড়ে কথা বলেননি। ফলস্বরূপ, রাজার থেকে (মার্ক ৬:২০) তাঁর বিয়ে করা নতুন স্ত্রী হেরোদিয়া যোহনের উপর বেশি চটে গেছে। হেরোদিয়ার প্ররোচনায়ই যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করতে হেরোদ বাধ্য হন। যোহনের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে মাখেরুসের দুর্গ-প্রাসাদের একটি ভয়ঙ্কর গভীর ও বিপদজনক অন্ধকূপে বদ্ধ করে রাখা হয়। যোহন বাপ্তাইজক এবং যীশু, দুজনে একই সময়ে প্রায় ১ বৎসর তাদের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু যোহন কারাগারে বদ্ধ হবার পর থেকে কেবল যীশু রাজ্যের সুসমাচার প্রচার কাজ চালিয়ে যান। কারাগারে থাকাকালীন যোহন যীশুর পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেন (লূক ৭:১৮-৩৫; মথি ১১:২-১৯)। এরপর, যোহনের প্রতি হেরোদিয়ার ক্ষোভের চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, যখন হেরোদের জন্মদিনে শালোমী নেচে তার মন জয় করলে, হেরোদ যোহনের মস্তক ছেদন করতে বাধ্য হন (মথি ১৪:১-১২; মার্ক ৬:১৪-২৯; লূক ৯:৭-৯)।

ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস যোহন বাপ্তাইজক জাগতের ক্ষমতাকে ভয় করেননি, ঈশ্বরকে ভয় করেছেন; সত্য প্রকাশে জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেননি। কারণ, যোহন যা প্রচার করতেন, তিনি নিজে তা বিশ্বাস করতেন। প্রকৃত মনপরিবর্তন তথা খ্রীস্টে বিশ্বাসই উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়, তিনি তা বিশ্বাস করতেন। আর তাই তিনি রাজার ক্ষমতাকে ভয় করেননি। এ বিষয়ে আমরা যীশু কথা স্মরণ করতে পারি: *"যারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করতে পারে না, তাদেরকে ভয় কোরো না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করতে পারেন, বরং তাঁকেই ভয় কর"* (মথি ১০:২৮)।

গ। যোহনের দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্ম (২১-২২): যোহন কত বিশ্বস্তভাবে নিজের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করেছেন, তা আমরা যোহনের দ্বারা যীশুর বাপ্তিস্মে দেখতে পাই। যোহন বাপ্তাইজক ও যীশু পরস্পরের আত্মীয় হওয়ায়, তারা একে অন্যের পরিচিত ছিলেন। কেবল তা-ই নয়, উভয়ের মা উভয়ের অলৌকীক জন্মের সাক্ষী এবং ইলীশাবেৎ ময়িমকে *"আমার প্রভুর মা"* (লূক ১:৪৩) বলে পর্যন্ত সম্মোধন করেছে। তাই, যীশুই যে প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তা যোহন বাপ্তাইজক প্রথম থেকেই জানতেন। তাই মথি লিখিত সুসমাচার অনুসারে, যীশু যখন তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন যোহন তাঁকে বারণ করে এমন কথা বলেছিলেন, *"আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া প্রয়োজন, আর আপনি আমার কাছে আসছেন?"* (মথি ৩:১৪)। (অবশ্য, যোহন ১:৩১, ৩৩ পদে, যীশুর বাপ্তিস্মের পূর্বে, যোহন যীশুকে না চেনার কথা বলেছেন। যীশুই যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

খ্রীস্ট, তা যোহন জানতেন, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে যোহন বারংবার ব্যর্থ হয়েছেন। এই কারণেই নিজে কারাগারে থাকতে, যীশুই খ্রীস্ট কি না, তা জানতে তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছিলেন)। কিন্তু যোহনের সেই কথার উত্তরে যীশু যখন বলেছিলেন, ***"এইভাবে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত,"*** তখন যীশুর কথায় সম্মত হয়ে যীশুকে বাপ্তাইজিত করেছিলেন। এইভাবে যোহন নিজের চিন্তাকে বড়ো করে না দেখে, প্রভুর ইচ্ছা পালন করার দ্বারা আমাদের কাছে বিশ্বস্ততার আদর্শ রেখেছে।

অন্যদিকে, ব্যক্তিগতভাবে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক যীশুর যোহনের কাছ থেকে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্মের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে যখন যোহনের কাছে সেই বাপ্তিস্ম নিতে উপস্থিত হলেন, তখন তাৎপর্য খুবই গভীর। নিজে বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা যীশু পরিশেষে ও সর্বসমক্ষে তাঁর সন্তানদের পাপ নিজের উপর তুলে নিলেন এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজেকে বেদির উপর রাখলেন। (অব্রাহাম যেমন ইস্হাককে বেদির উপর রেখেছিল (আদি ২২), ঈশ্বরের মেষশাবক যীশু জগতের পাপভার তুলে নিতে নিজেকে বেদির উপর রাখলেন)। যদিও তাঁর নিজের মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্মের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তিনি তাঁর সন্তানদের পরিবর্ত এবং প্রতিনিধি হয়ে নিজেকে অবনমিত করলেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর পাপী সন্তানদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করলেন, যাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে তিনি এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পৌলের কথায়, ***"যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপসহরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই"*** (২করিন্থীয় ৫:২১)।

পুত্র-ঈশ্বর যখন এইভাবে তাঁর সন্তানদের জন্য পিতার পরিকল্পিত প্রায়শ্চিত্ত কাজ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করলেন, যা তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর দ্বারা পূর্ণ হবে, তখন স্বর্গ থেকে পিতা-ঈশ্বর তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কপোতের আকারে পবিত্র আত্মা-ঈশ্বর যীশুর উপর নেমে আসলেন, যাঁকে পুত্র-ঈশ্বর ও যোহন বাপ্তাইজক (যোহন ১:৩২) দেখতে পেলেন; এবং পিতা-ঈশ্বর ঘোষণা করলেন, ***"তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত"*** (২২ পদ)। যোহন ১:৩৪ পদে যোহন বাপ্তাইজক বলেছেন, ***"আমি দেখেছি, ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।"***

যোহন বাপ্তাইজক ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচর্যা পালন করেছেন। জাগতিক মোহ, গর্ব বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রলোভন যেমন তাঁর বিচলিত করতে পারেনি, জাগতিক ক্ষমতার কাছেও তিনি নতিস্বীকার করেননি, আবার নিজের চিন্তাকে বড়ো করে দেখে ঈশ্বরের ইচ্ছার অবাধ্য তিনি হননি। তাই, তাঁর মধ্যে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ততার এত সুন্দর আদর্শ দেখতে পাই। আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের বিশেষ দাস ছিলেন, সেইহেতু তিনি তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাব না যে, যোহনও আর পাঁচজন মানুষের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাই তিনি যীশুই যে খ্রীস্ট, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বারংবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। এরজন্য ভাববাণী সম্বন্ধে তাঁর অস্পষ্ট উপলব্ধিই দায়ী ছিল। তাঁর চিন্তায় খ্রীস্ট তাঁর একটা আগমনের দ্বারাই পরিত্রাণ ও বিচার সাধন করবেন। খ্রীস্টই যদিও দুটি কাজ সাধন করবেন, কিন্তু তা সাধিত হবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুটি আগমনের দ্বারা, তা যোহন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই, এই অনিশ্চয়তা যোহনকে যীশুর কাছে তাঁর শিষ্যদের পাঠাতে বাধ্য করেছিল। তথাপি, যোহন কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। আসুন, আমরাও অনেক সময় আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হই, আমরা ঈশ্বরকে 'কেন?' প্রশ্ন করি। কিন্তু তা যেন আমাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা থেকে দূরবর্তী না করে। আসুন, যোহন বাপ্তাইজকের আদর্শ আমরা প্রত্যেকে বিশ্বস্ত হই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com